দশম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের তথ্য

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২০ এপ্রিল, ২০১৪)

অনেক সন্দেহ ও সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সর্বমোট ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল, প্রত্যাহার ও উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রার্থিতা ফেরত প্রদানের পর ১৫৩টি আসনে একজন করে বৈধ প্রার্থী থাকায় তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ৩৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৩ জনসহ ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৪৩ জন। ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রতিবন্ধকতার জন্য ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ পৌঁছাতে না পারা ও নির্বাচনী সহিংসতা ইত্যাদি কারণে কয়েক শত কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। ফলে ৮টি আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। পরবর্তীতে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে উক্ত ৮টি আসনের ৭টির স্থগিত কেন্দ্রসমূহে এবং ২৩ জানুয়ারি ২০১৪ অবশিষ্ট ১টির স্থগিত ২টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি ২০১৪-এর মধ্যেই ৩০০ আসনের সবগুলোতেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

অপরদিকে ইতিমধ্যেই ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনেরও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ৩ এপ্রিল ২০১৪-কে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। ৩০০ আসনে মধ্যে দলভিত্তিকভাবে প্রাপ্ত আসনের অনুপাত অনুযায়ী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ৩৯ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৬ জন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ১ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ৩ জন, অর্থাৎ মোট ৫০ জন প্রার্থী ৫০টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইকালে বিলখেলাপি হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের সাবিহা নাহার বেগম ও জাতীয় পার্টির খোরশেদ আরা হকের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় এবং ৪৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবশিষ্ট ২টি আসনের নির্বাচনী তফসিল পুনরায় ঘোষণা করা হলে, পূর্বে মনোনয়নপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাবিহা নাহার বেগম ও জাতীয় পার্টির খোরশেদ আরা হক বিল পরিশোধ করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয় ৩৫০ আসনবিশিষ্ট দশম জাতীয় সংসদ।

আমরা সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে ২টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১টি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা পূর্ববর্তী মহাজোট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দসহ প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ৪৮ জন প্রার্থী – যাঁরা ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তাঁদের ২০০৮ ও ২০১৩ সালের বাৎসরিক আয়, সম্পদ, দায়-দেনা ও আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। ২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ ১৫৩ জন প্রার্থীসহ প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী (৫৪৩ জন) কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামার ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারী মামলার বিবরণ, বাৎসরিক আয়, অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, ঋণ ও দায়-দেনা, আয়কর প্রদান ইত্যাদি তথ্যের বিশ্লেষণ আমরা তুলে ধরেছিলাম। সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪৮ জন প্রার্থীর একই ধরনের তথ্য গত ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আরেকটি সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলাম। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫০ জনসহ ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। এর মধ্য দিয়ে দশম জাতীয় সংসদে কারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

আমরা অবগত যে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণসহ ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৩৪টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৩৪টিতে জাতীয় পার্টি, ৬টিতে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, ৫টিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, ২টিতে জাতীয় পার্টি-জেপি, ২টিতে বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ১টিতে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ এবং ১৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনের পর ৩৫০ আসন বিশিষ্ট দশম জাতীয় সংসদে বর্তমানে আওয়ামী লীগ থেকে ২৭৩ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৪০ জন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ৭ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে ৬ জন, জাতীয় পার্টি-জেপি থেকে ২জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন থেকে ২ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র থেকে ১৯ জনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মাননীয় সকল সংসদ সদস্যের তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

শিক্ষাগত যোগ্যতা

আসন	দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট এমপি
সাধার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪ (১.৭১%)	১১ (৪.৭%)	২২ (৯.৪%)	১০৭ (৪৫.৭৩%)	৮৯ (৩৮.০৩%)	১ (০.৪৩%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	২ (৫.৮৮%)	২ (৫.৮৮%)	৪ (১১.৭৬%)	১৫ (৪৪.১২%)	১১ (৩২.৩৫%)	০ (০%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (৫০%)	৩ (৫০%)	০ (০%)	৬ (২%)
	জাসদ (জাতীয়	০	০	১	১	২	১	৫

আসন	দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট এমপি
ণ	সমাজতান্ত্রিক দল)	(০%)	(০%)	(২০%)	(২০%)	(৪০%)	(২০%)	(১.৬৬%)
আ	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
স	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	২ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
ন	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	১ (০.৩৩%)
	স্বতন্ত্র	৩ (১৮.৭৫%)	২ (১২.৫%)	৩ (১৮.৭৫%)	৫ (৩১.২৫%)	৩ (১৮.৭৫%)	০ (০%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	**৯ (৩%)**	**১৬ (৫.৩৩%)**	**৩২ (১০.৬৬%)**	**১৩১ (৪৩.৬৬%)**	**১১০ (৩৬.৬৬%)**	**২ (০.৬৬%)**	**৩০০ (১০০%)**
স	আওয়ামী লীগ	৬ (১৫.৩৮%)	৪ (১০.২৫%)	৫ (১২.৮২%)	১০ (২৫.৬৪%)	১৪ (৩৫.৮৯%)	০ (০%)	৩৯ (৭৮%)
ং	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	৪ (৬৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	৬ (১২%)
র	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	১ (২%)
ক্ষি	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
ত	স্বতন্ত্র	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	২ (৬৬.৬৭%)	০ (০%)	৩ (৬%)
আ	**মোট**	**৬ (১২%)**	**৫ (১০%)**	**৫ (১০%)**	**১৬ (৩২%)**	**১৮ (৩৬%)**	**০ (০%)**	**৫০ ১০০%**
স	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১০ (৩.৬৬%)	১৫ (৫.৪৯%)	২৭ (৯.৮৯%)	১১৭ (৪২.৮৫%)	১০৩ (৩৭.৭২%)	১ (০.৩৬%)	২৭৩ (৭৮%)
ন	জাতীয় পার্টি	২ (৫%)	৩ (৭.৫%)	৪ (১০%)	১৯ (৪৭.৫%)	১২ (৩০%)	০ (০%)	৪০ (১১.৪২%)
দ	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (৪২.৮৫%)	৪ (৫৭.১৪%)	০ (০%)	৭ (২%)
ল	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	২ (৩৩.৩৩%)	২ (৩৩.৩৩%)	১ (১৬.৬৬%)	৬ (১.৭১%)
ভি	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
ত্তি	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	২ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
ক	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	১ (০.২৮%)
মো	স্বতন্ত্র	৩ (১৫.৭৮%)	২ (১০.৫২%)	৩ (১৫.৭৮%)	৬ (৩১.৫৭%)	৫ (২৬.৩১%)	০ (০%)	১৯ (৫.৪২)
ট								
আ								
স								
ন								
সর্বমোট		**১৫ (৪.২৮%)**	**২১ (৬%)**	**৩৭ (১০.৫৭%)**	**১৪৭ (৪২%)**	**১২৮ (৩৬.৫৭%)**	**২ (০.৫৭%)**	**৩৫০ (১০০%)**

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই (২৭৫ জন বা ৭৮.৫৭%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই হার ৮০.৫৮% (২২০), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ৭৭.৫% (৩১ জন), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৬ জনের মধ্যে ৬৬.৬৬% (৪ জন), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) এবং স্বতন্ত্র ১৯ জনের মধ্যে ৫৭.৮৯% (১১ জন)। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জনসহ বিএনএফ-এর একজন, সকলেরই (১০০%) শিক্ষাগত যোগ্যতাই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর।

- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ১০.২৮% (৩৬ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার ৯.১৫% (২৫ জন), জাতীয় পার্টির ৪০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১২.৫% (৫ জন), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) এবং স্বতন্ত্র ১৯ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২৬.৩১% (৫ জন)। তরিকত ফেডারেশনের নির্বাচিত ২জন সংসদ সদস্যেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, নির্বাচিত অধিকাংশ সংসদ সদস্য উচ্চ শিক্ষিত হলেও, ১৫ জন (৪.২৮%) বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুতে পারেন নি। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১০ জন (২.৮৫%), জাতীয় পার্টির ২ জন (০.৫৭%) এবং এবং স্বতন্ত্র ৩ জন (০.৮৫%)।
- এসএসসি ও তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ১৭.২২% (৫৪০ জনের মধ্যে ৯৩ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ১০.২৮% (৩৫০ জনের মধ্যে ৩৬ জন)। অপরদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ৭০.৭৪% (৫৪০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৭৮.৫৭% (৩৫০ জনের মধ্যে ২৭৫ জন)। বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুতে পারেননি এমন ৫০ জন (৯.২৫%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ১৫ জন (৪.২৮%)। বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে, স্বল্পশিক্ষিতদের (এসএসসি বা তার নীচে) নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম। অপরদিকে উচ্চ শিক্ষিতদের (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। একথা বলা যায় যে, ভোটাররা স্বল্প শিক্ষিতদের বর্জন করতে শুরু করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতদের নির্বাচিত করেছেন।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

আসন	দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	উল্লেখ নেই	অন্যান্য	মোট এমপি
সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	১৪ (৫.৯৮%)	১৩২ (৫৬.৪১%)	৬ (২.৫৬%)	৩০ (১২.৮২%)	৩ (১.২৮%)	২ (০.৮৫%)	৪৭ (২০.০৯%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	২ (৫.৮৮%)	১৬ (৪৭.০৬%)	৪ (১১.৭৬%)	৬ (১৭.৬৫%)	০ (০%)	১ (২.৯৪%)	৫ (১৪.৭১%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	১ (১৬.৬৭%)	১ (১৬.৬৭%)	৪ (৬৬.৬৭%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	৩ (৬০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৪০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	১ (৫০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.৩৩%)
	স্বতন্ত্র	১ (৬.২৫%)	১১ (৬৮.৭৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৬.২৫%)	৩ (১৮.৭৫%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	**১৮ (৬%)**	**১৬৩ (৫৪.৩৩%)**	**১২ (৪%)**	**৪০ (১৩.৩৩%)**	**৩ (১%)**	**৫ (১.৬৬%)**	**৫৯ (১৯.৬৬%)**	**৩০০ (১০০%)**
সংরক্ষিত আসন	আওয়ামী লীগ	৩ (৭.৬৯%)	১০ (২৫.৬৪%)	৩ (৭.৬৯%)	৯ (২৩.০৭%)	২ (৫.১২%)	০ (০%)	১২ (৩০.৭৬%)	৩৯ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	২ (৩৩.৩৩%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	২ (৩৩.৩৩	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	৬ (১২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২০%)	১ (২%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৬৬.৬৭%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (৬%)
	মোট	**৩ (৬%)**	**১২ (২৪%)**	**৫ (১০%)**	**১১ (২২%)**	**৪ (৮%)**	০ (০%)	**১৫ (৩০%)**	**৫০ ১০০%**
দ	আওয়ামী লীগ	১৭ (৬.২২%)	১৪২ (৫২.০১%)	৯ (৩.২৯%)	৩৯ (১৪.২৮%)	৫ (১.৮৩%)	২ (০.৭৩%)	৫৯ (২১.৬১%)	২৭৩ (৭৮%)

আসন	দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	উল্লেখ নেই	অন্যান্য	মোট এমপি
লভিত্তিক মোট আসন	জাতীয় পার্টি	২ (৫%)	১৮ (৪৫%)	৫ (১২.৫%)	৬ (১৫%)	২ (৫%)	১ (২.৫%)	৬ (১৫%)	৪০ (১১.৪২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	১ (১৪.২৮%)	২ (২৮.৫৭%)	৪ (৫৭.১৪%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৭ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	৩ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (৫০%)	৬ (১.৭১%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	১ (৫০%)	২ (০.৫৭%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	১ (৫.২৬%)	১১ (৫৭.৮৯%)	০ (০%)	২ (১০.৫২%)	০ (০%)	১ (৫.২৬%)	৪ (২১.০৫%)	১৯ (৫.৪২)
সর্বমোট		২১ (৬%)	১৭৫ (৫০%)	১৭ (৪.৮৫%)	৫১ (১৪.৫৭%)	৭ (২%)	০ (০%)	৭৪ (২১.১৪%)	৩৫০ (১০০%)

- পেশার ক্ষেত্রে ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই (১৭৫ জন বা ৫০%) ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই হার ৫২.০১% (১৪২ জন), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ৪৫% (১৮ জন), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জনের মধ্যে ১৪.২৮% (১ জন), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৬ জনের মধ্যে ৫০% (৩ জন) এবং স্বতন্ত্র ১৯ জনের মধ্যে ৫৭.৮৯% (১১ জন)। অবশ্য ৩০০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ব্যবসায়ীদের হার আরও বেশি (১৬৩ জন বা ৫৪.৩৩%) ব্যবসায়ী।
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এর ১২ ধারা অনুযায়ী, সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্য হলেও, এ ধরনের অনেক প্রার্থীই নির্বাচিত হয়েছেন। বিষয়টি যাচাই পূর্বক নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হলেও এ ধরনের কোন উদ্যোগ অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতগণসহ ৩০০ আসনে ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৮২ জন (৫২.২২%) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ১৬৩ জন (৫৪.৩৩%) এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বেশি।
- অতীতের মত এবারেও জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্লেষণ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, মনোনয়ন প্রাপ্তি থেকে নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত বিত্তশালীরাই প্রাধান্য পেয়েছেন।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

আসন	দল	মামলা			৩০২ ধারায় মামলা			মোট সংসদ সদস্য
		বর্তমান	অতীত	উভয় সময়	বর্তমান	অতীত	উভয় সময়	
সাধারণ আ	আওয়ামী লীগ	২০ (৮.৫৪%)	১১৩ (৪৮.২৯%)	১৮ (৭.৫৯%)	৬ (২%)	৩৬ (১২%)	৪ (১.৭০%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৪ (১১.৭৬%)	১৪ (৪১.১৭%)	৩ (৮.৮২%)	১ (২.৯৪%)	১ (২.৯৪%)	০ (০%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	৬ (২%)
	জাসদ	১ (২০%)	৩ (৬০%)	১ (২০%)	১ (২০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	১ (৫০%)	১ (৫০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (০.৩৩%)

আসন	দল	মামলা			৩০২ ধারায় মামলা			মোট সংসদ সদস্য
		বর্তমান	অতীত	উভয় সময়	বর্তমান	অতীত	উভয় সময়	
সাধারণ আসন	স্বতন্ত্র	২ (১২.৫%)	৭ (৪৩.৭৫%)	০ (১২.৫%)	০ (০%)	৩ (১৮.৭৫%)	০ (০%)	১৬ (৫.৩৩%)
	সর্বমোট	**৩১ (১০.৩৩%)**	**১৩৮ (৪৬%)**	**২৩ (৭.৬৬%)**	**৮ (২.৬৬%)**	**৪১ (১৩.৬৬%)**	**৪ (১.৩৩%)**	**৩০০ (১০০%)**
সংরক্ষিত আসন	আওয়ামী লীগ	০ (০%)	৫ (১২.৮২%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩৯ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (১২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (৬%)
	মোট	০ (০%)	৫ (১০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	**৫০ ১০০%**
দলভিত্তিক মোট আসন	আওয়ামী লীগ	২০ (৭.৩২%)	**১১৮** (৪৩.২২%)	**১৮** (৬.৫৯%)	৬ (২.১৯%)	৩৬ (১৩.১৮%)	৪ (১.৪৬%)	২৭৩ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৪ (১০%)	**১৪** (৩৫%)	৩ (৭.৫%)	**১** (২.৫%)	**১** (২.৫%)	০ (০%)	৪০ (১১.৪২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩ (৪২.৮৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	**১** (১৪.২৮%)	০ (০%)	৭ (২%)
	জাসদ	**১** (১৬.৬৬%)	৩ (৫০%)	**১** (১৬.৬৬%)	**১** (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (১.৭১%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	**১** (৫০%)	**১** (৫০%)	**১** (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	**১** (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	২ (১০.৫২%)	৭ (৩৬.৮৪%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (১৫.৭৮%)	০ (০%)	১৯ (৫.৪২)
সর্বমোট		**৩১ (৮.৮৫%)**	**১৪৩ (৪০.৮৫%)**	**২৩ (৬.৫৭%)**	**৮ (২.২৮%)**	**৪১ (১১.৭১%)**	**৪ (১.১৪%)**	**৩৫০ (১০০%)**

- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩১ জনের (৮.৮৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১৪৩ জনের (৪০.৮৫%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৩ জন (৬.৫৭%)। ৮ জনের (২.২৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪১ জনের (১৩.৭১%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৪ জনের (১.১৪%) বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল বা আছে। ৩০০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩১ জনের (১০.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১৩৮ জনের (৪৬%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৩ জন (৭.৬৬%)। ৮ জনের (২.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪১ জনের (১৩.৬৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৪ জনের (১.৩৩%) বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল বা আছে। সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৫ জনের (১০%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ২০ জনের (৭.৩২%) বিরুদ্ধে, অতীতে ১১৮ জনের (৪৩.২২%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ১৮ জনের (৬.৫৯%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে ৬ জনের (২.১৯%) বিরুদ্ধে, অতীতে ছিল ৩৬ জনের (১৩.১৮%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ৪ জনের (১.৪৬%) বিরুদ্ধে। সাধারণ আসনের ২৩৪ জন সংসদ সদস্যেকে বিবেচনায় নিলে বর্তমানে ২০ জনের (৮.৫৪%) বিরুদ্ধে, অতীতে ১১৩ জনের (৪৮.২৯%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ১৮ জনের (৭.৬৯%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে ৬ জনের (২.৫৬%) বিরুদ্ধে,

অতীতে ছিল ৩৬ জনের (১৫.৩৮%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ৪ জনের (১.৭০%) বিরুদ্ধে। সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জনের মধ্যে ৫ জনের (১২.৮২%) শুধুমাত্র অতীতে মামলা ছিল।

- জাতীয় পার্টির ৪০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ৪ জনের (১০%) বিরুদ্ধে, অতীতে ১৪ জনের (৩৫%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ৩ জনের (৭.৫%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ১ জনের (২.৫%) বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং অতীতে ১ জনের (২.৫%) বিরুদ্ধে মামলা ছিল। সাধারণ আসনের ৩৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ৪ জনের (১১.৭৬%) বিরুদ্ধে, অতীতে ১৪ জনের (৪১.৪২%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ৩ জনের (৮.৮২%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ১ জনের (২.৯৪%) বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং অতীতে ১ জনের (২.৯৪%) বিরুদ্ধে মামলা ছিল।

- বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ৩ জনের (৪২.৮৫%) বিরুদ্ধে মামলা আছে। ৩০২ ধারায় অতীতে মামলা ছিল ১ জনের (১৪.২৮%) বিরুদ্ধে। সাধারণ আসনের ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ৩ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে মামলা আছে। ৩০২ ধারায় অতীতে মামলা ছিল ১ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে।

- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৬ জনের মধ্যে বর্তমানে ১ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে, অতীতে ৩ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ১ জনের (১৬.৬৬%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে। সাধারণ আসনের ৫ জনের মধ্যে বর্তমানে ১ জনের (২০%) বিরুদ্ধে, অতীতে ৩ জনের (৬০%) বিরুদ্ধে এবং অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে ১ জনের (২০%) মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (২০%) বিরুদ্ধে।

- জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে একজনের (৫০%) বিরুদ্ধে অতীত, বর্তমান ও উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে।

- স্বতন্ত্র ১৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ২ জনের (১০.৫২%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ৭ জনের (৩৬.৮৪%) বিরুদ্ধে আছে ও ছিল। অতীতে ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা ছিল ৩ জনের (১৫.৭৮%) বিরুদ্ধে। সাধারণ আসনের ১৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ২ জনের (১২.৫%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ৭ জনের (৪৩.৭৫%) বিরুদ্ধে আছে ও ছিল। অতীতে ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা ছিল ৩ জনের (১৮.৭৫%) বিরুদ্ধে।

- বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ২ জন এবং বিএনএফ-এর ১ জন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা বর্তমানে নেই বা অতীতে ছিল না।

- মামলা আছে এমন ৫৯ জন (১০.৯২%), ছিল এমন ১৯৪ জন (৩৫.৯২%) এবং উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে এমন ২৯ জন (৫.৩৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ৩১ (৮.৮৫%), ১৪৩ (৪০.৮৫%) ও ২৩ (৬.৫৭%) জন। সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে মামলা আছে এমন ৫৯ জন (১০.৯২%), ছিল এমন ১৯৪ জন (৩৫.৯২%) এবং উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে এমন ২৯ জন (৫.৩৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ৩১ (১০.৩৩%), ১৩৮ (৪৬%) ও ২৩ (৭.৬৬%) জন। অতীতে মামলা ছিল এমন প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

আসন	দল	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট এমপি
সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	৩ (১.২৮%)	২৬ (১১.১১%)	৮৭ (৩৭.১৭%)	৪২ (১৭.৯৪%)	৩০ (১০%)	৪৩ (১৮.৩৭%)	৩ (১.২৮%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৫ (১৪.৭১%)	৭ (২০.৫৯%)	১২ (৩৫.২৯%)	৫ (১৪.৭১%)	১ (২.৯৪%)	৪ (১১.৭৬%)	০ (০%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	৪ (৬৬.৬৭%)	২ (৩৩.৩৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	১ (২০%)	৩ (৬০%)	১ (২০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	৪ (২৫%)	৬ (৩৭.৫%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (৩৭.৫%)	০ (০%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	**৮ (২.৬৬%)**	**৪৩ (১৪.৩৩%)**	**১১১ (৩৭%)**	**৪৯ (১৬.৩৩%)**	**৩১ (১০.৩৩%)**	**৫৪ (১৮%)**	**৪ (১.৩৩%)**	**৩০০ (১০০%)**

আসন	দল	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট এমপি
সংরক্ষিত আসন	আওয়ামী লীগ	৭ (১৭.৯৪%)	১৮ (৪৬.১৫%)	৯ (২৩.০৭%)	২ (৫.১২%)	১ (২.৫৬%)	১ (২.৫৬%)	১ (২.৫৬%)	৩৯ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	১ (১৬.৬৬%)	২ (৩৩.৩৩%)	১ (১৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	৬ (১২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	০ (০%)	২ (৬৬.৬৭%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (৬%)
	মোট	**৯ (১৮%)**	**২০ (৪০%)**	**১৩ (২৬%)**	**৩ (৬%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**৩ (৬%)**	**৫০ ১০০%**
দলভিত্তিক মোট আসন	আওয়ামী লীগ	১০ (৩.৬৬%)	৪৪ (১৬.১১%)	৯৬ (৩৫.১৬%)	৪৪ (১৬.১১%)	৩১ (১১.৩৫%)	৪৪ (১৬.১১%)	৪ (১.৪৬%)	২৭৩ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৬ (১৫%)	৯ (২২.৫%)	১৩ (৩২.৫%)	৬ (১৫%)	১ (২.৫%)	৪ (১০%)	১ (২.৫%)	৪০ (১১.৪২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১৪.২৮%)	৪ (৫৭.১৪%)	২ (২৮.৫৭%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৭ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	৪ (৬৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (১.৭১%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	৪ (২১.০৫%)	৮ (৪২.১০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (৩১.৫৭%)	১ (৫.২৬%)	১৯ (৫.৪২)
সর্বমোট		**১৭ (৪.৮৫%)**	**৬৩ (১৮%)**	**১২৪ (৩৫.৪২%)**	**৫২ (১৪.৮৫%)**	**৩২ (৯.১৪%)**	**৫৫ (১৫.৭১%)**	**৭ (২%)**	**৩৫০ (১০০%)**

- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন ৮০ জন (২২.৮৫%) প্রার্থী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ৫৪ জন (১৯.৭৮%), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ১৫ জন (৩৭.৫%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জনের মধ্যে ৫ জন (৭১.৪২%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৬ জনের মধ্যে ১ জন (১৬.৬৬%), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র ১৬ জনের মধ্যে ৪ জন (২৫%)। সাধারণ আসনের ৩০০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন ৫১ জন (১৭%) প্রার্থী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৩৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ২৯ জন (১২.৩৯%), জাতীয় পার্টির ৩৪ জনের মধ্যে ১২ জন (৩৫.২৯%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৬ জনের মধ্যে ৪ জন (৬৬.৬৭%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫ জনের মধ্যে ১ জন (২০%), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র ১৬ জনের মধ্যে ৪ জন (২৫%)।
- সর্বোচ্চ ৩৫.৪২% (১২৪ জন) প্রার্থীর বাৎসরিক আয়সীমা ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ৫৫ জন (১৫.৭১%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে এই সংখ্যা ৪৪ জন (১৬.১১%), জাতীয় পার্টিতে ৪ জন (১০%), তরিকত ফেডারেশনে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৬ জন (৩১.৫৭%)। সাধারণ আসনের ৩০০ সংসদ সদস্যের মধ্যে সংখ্যা ৫৪ জন (১৮%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে ৪৩ জন (১৮.৪৫%), জাতীয় পার্টিতে ৪ জন (১১.৭৬%), তরিকত ফেডারেশনে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৬ জন (৩৭.৫%)।
- কোটি টাকার অধিক আয়কারী ৫৫ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৪৪ (৮০%), জাতীয় পার্টির ৪ জন (৭.২৭%), তরিকত ফেডারেশনের ১ জন (১.৮১%) এবং স্বতন্ত্র ৬ জন (১০.৯০%)।

- মোট ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ১৯০ জন (৩৫.১৮%) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন ৮০ জন (২২.৮৫%)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ২৩ জনকে বাদ দিলে সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ২৮ জন (১৬.৭৬%)। অপরদিকে বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন এমন ৬০ জন (১১.১১%) প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৪ জন (৯০%)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ২৮ জনকে বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ জনের মধ্যে ২৬ জন (৮১.২৫%)।
- বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও, অধিক আয়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বেশি।
- সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীর সংখ্যা অধিক (২৯ জন বা ৫৮%) হলেও, কোটি টাকার উপর আয়কারীর সংখ্যা মাত্র ১ জন (আওয়ামী লীগের নিলুফার জাফর উল্লাহ)। তার আয় বছরে ৬ কোটি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬৯ টাকা।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

আসন	দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট সংসদ সদস্য
সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	৩ (১.২৮%)	৮ (৩.৪১%)	১৪ (৫.৯৮%)	২৫ (১০.৬৮%)	১১০ (৪৭%)	৭৪ (৩১.৬২%)	০ (০%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৪ (১১.৭৬%)	৬ (১৭.৬৫%)	৪ (১১.৭৬%)	৩ (৮.৮২%)	৭ (২০.৫৯%)	১০ (২৯.৪১%)	০ (০%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	৪ (৬৬.৬৭%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৭%)	১ (১৬.৬৭%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	১ (২০%)	১ (২০%)	২ (৪০%)	১ (২০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.৩৩%)
	স্বতন্ত্র	১ (৬.২৫%)	৪ (২৫%)	১ (৬.২৫%)	২ (১২.৫%)	২ (১২.৫%)	৬ (৩৭.৫%)	০ (০%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	**৮ (২.৬৬%)**	**২৩ (৭.৬৬%)**	**২১ (৭%)**	**৩৩ (১১%)**	**১২২ (৪০.৬৬%)**	**৯২ (৩০.৬৬%)**	**১ (০.৩৩%)**	**৩০০ (১০০%)**
সংরক্ষিত আসন	আওয়ামী লীগ	২ (৫.১২%)	৬ (১৫.৩৮%)	৯ (২৩.০৭%)	১১ (২৮.২০%)	৯ (২৩.০৭%)	১ (২.৫৬%)	১ (২.৫৬%)	৩৯ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	১ (১৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	২ (৩৩.৩৩%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	৬ (১২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (৬%)
	মোট	**৪ (৮%)**	**৭ (১৪%)**	**১১ (২২%)**	**১৪ (২৮%)**	**১০ (২০%)**	**২ (৪%)**	**২ (৪%)**	**৫০ ১০০%**
দলভি	আওয়ামী লীগ	৫ (১.৮৩%)	১৪ (৫.১২%)	২৩ (৮.৪২%)	৩৬ (১৩.১৮%)	১১৯ (৪৩.৫৮%)	৭৫ (২৭.৪৭%)	১ (০.৩৬%)	২৭৩ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	৫ (১২.৫%)	৭ (১৭.৫%)	৫ (১২.৫%)	৫ (১২.৫%)	৭ (১৭.৫%)	১১ (২৭.৫%)	০ (০%)	৪০ (১১.৪২%)

আসন	দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট সংসদ সদস্য
স্ত্রি ক মো ট আ স ন	ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১৪.২৮%)	৪ (৫৭.১৪%)	০ (০%)	১ (১৪.২৮%)	১ (১৪.২৮%)	০ (০%)	০ (০%)	৭ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	১ (১৬.৬৬%)	৩ (৫০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (১.৭১%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১ (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	১ (৫.২৬%)	৪ (২১.০৫%)	২ (১০.৫২%)	২ (১০.৫২%)	৩ (১৫.৭৮%)	৬ (৩১.৫৭%)	১ (৫.২৬%)	১৯ (৫.৪২)
সর্বমোট		**১২ (৩.৪২%)**	**৩০ (৮.৫৭%)**	**৩২ (৯.১৪%)**	**৪৭ (১৩.৪২%)**	**১৩২ (৩৭.৭১%)**	**৯৪ (২৬.৮৫%)**	**৩ (০.৮৫%)**	**৩৫০ (১০০%)**

- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক মাত্র ১২ জন (৩.৪২%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ৪ জন (৮%), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ৪ জন (১০%) এবং স্বতন্ত্র ১৯ জনের মধ্যে ১ জন (৫.২৬%)।
- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ (২২৬ জন বা ৬৪.৫৭%) সংসদ সদস্যরই সম্পদ কোটি টাকার উপরে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ১৯৪ জন (৭১.০৬%), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ১৮ জন (৪৫%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জনের মধ্যে ১ জন (১৪.২৮%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৬ জনের মধ্যে ১ জন (১৬.৬৬%), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ২ জনের মধ্যে ২ জন (১০০%), জাতীয় পার্টি- জেপির ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র ১৬ জনের মধ্যে ৮ জন (৫০%)। ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ২১৪ জন (৭১.৩৩%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৩৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ১৮৪ জন (৭৮.৬৩%), জাতীয় পার্টির ৩৪ জনের মধ্যে ১৭ জন (৫০%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৬ জনের মধ্যে ১ জন (১৬.৬৭%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫ জনের মধ্যে ১ জন (২০%), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ২ জনের মধ্যে ২ জন (১০০%), জাতীয় পার্টি-জেপির ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র ১৬ জনের মধ্যে ৮ জন (৫০%)।
- ৩০০ সাধারণ আসনে মোট ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৪৯ জন (৯.০৭%) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৮ জন (১৬.৩২%), বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪ জনকে বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন (৮.৮৮%)। অপরদিকে ২৭৭ জন (৫১.২৯%) কোটি টাকা সম্পদের মালিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছেন ২১৪ জন (৭৭.২৫%)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১১৫ জনকে বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬২ জনের মধ্যে ৯৯ জন (৬১.১১%)।
- বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে স্বল্প সম্পদের মালিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি হলেও, অধিক সম্পদের মালিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই (১১৫ জন বা ৭৫.১৬%) কোটিপতি। অপরদিকে ১৪৭টি আসনের ৩৯০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোটিপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৯৯ জন (২৫.৩৮%)। এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের তুলনায় মানুষ ভোট দিয়ে অনেক কম সংখ্যক কোটিপতি নির্বাচিত করেছে।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

আসন	দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট সংসদ সদস্য
সা ধা	আওয়ামী লীগ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৮৫%)	১৩ (৫.৫৫%)	১৩ (৫.৫৫%)	২৮ (১১.৯৬%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (২.৯৪%)	১ (২.৯৪%)	০ (০%)	১ (২.৯৪%)	২ (৫.৮৮%)	৫ (১৪.৭০%)	৩৪ (১১.৩৩%)

আসন	দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট সংসদ সদস্য
রণআসন	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৩৩.৩৩%)	৬ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (০.৩৩%)
	স্বতন্ত্র	১ (৬.২৫%)	১ (৬.২৫%)	০ (০%)	২ (১২.৫%)	০ (০%)	৩ (১৮.৭৫%)	৭ (৪৩.৭৫%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	১ (০.৩৩%)	৩ (১%)	১ (০.৩৩%)	৬ (২%)	১৪ (৪.৬৬%)	১৮ (৬%)	৪৩ (১৪.৩৩%)	৩০০ (১০০%)
সংরক্ষিত আসন	আওয়ামী লীগ	০ (০%)	৩ (৭.৬৯%)	১ (২.৫৬%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৪ (১০.২৫%)	৩৯ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১৬.৬৬%)	৬ (১২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	স্বতন্ত্র	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (৬%)
	মোট	০ (০%)	**৫ (১০%)**	**১ (২%)**	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	**৬ (১২%)**	**৫০ ১০০%**
দলভিত্তিক মোট আসন	আওয়ামী লীগ	০ (০%)	৩ (১.০৯%)	১ (০.৩৬%)	২ (০.৭৩%)	১৩ (৪.৭৬%)	১৩ (৪.৭৬%)	৩২ (১১.৭২%)	২৭৩ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	০ (০%)	২ (৫%)	১ (২.৫%)	০ (০%)	১ (২.৫%)	২ (৫%)	৬ (১৫%)	৪০ (১১.৪২%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	০ (০%)	১ (১৪.২৮%)	০ (০%)	১ (১৪.২৮%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (২৮.৫৭%)	৭ (২%)
	জাসদ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৬ (১.৭১%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	২ (০.৫৭%)
	তরিকত ফেডারেশন	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (০.৫৭%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (০.২৮%)
	স্বতন্ত্র	১ (৫.২৬%)	২ (১০.৫২%)	০ (০%)	২ (১০.৫২%)	০ (০%)	৩ (১৫.৭৮%)	৮ (৪২.১০%)	১৯ (৫.৪২)
সর্বমোট		**১ (০.২৮%)**	**৮ (২.২৮%)**	**২ (০.৫৭%)**	**৬ (১.৭১%)**	**১৪ (৪%)**	**১৮ (৫.১৪%)**	**৪৯ (১৪%)**	**৩৫০ (১০০%)**

- ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪৯ জন (১৪%) ঋণগ্রহীতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ৩২ জন (১১.৭২%), জাতীয় পার্টির ৪০ জনের মধ্যে ৬ জন (১৫%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ জনের মধ্যে ২ জন (২৮.৫৭%), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) এবং স্বতন্ত্র ১৯ জনের মধ্যে ৮ জন (৪২.১০%)। জাসদের ৬ জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ২ জন এবং বিএনএফ-এর ১ জন সংসদ সদস্যের কোন ঋণ নেই।
- মোট ৪৯ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৬৫.৩০% (৩২ জন), জাতীয় পার্টির ১২.২৪% (৬ জন), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৪.০৮% (২ জন), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২.০৪% (১ জন) এবং স্বতন্ত্র ১৬.৩২% (৮ জন)। ঋণ গ্রহণকারীরদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণের হার বেশি। উল্লেখ্য, আন্যান্য দলের তুলনায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের সংখ্যাও অনেক বেশি।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩০১ জনেরই (৮৬%) কোনো ঋণ নেই।
- ৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৮ জন (৫.১৪%)। এই ১৮ জনের মধ্যে ১৩ জন (৭২.৭২%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের, ২ জন (১১.১১%) জাতীয় পার্টির এবং ৩ জন (১৬.৬৬%) স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণই সর্বাধিক এবং অন্যান্য দলের তুলনায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যও অনেক বেশি।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

আসন	দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা ১ থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ	১০ লক্ষের উপরে	মোট করদাতা	মোট সংসদ সদস্য
সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	৭৮ (৩৩.৩৩%)	৪ (১.৭০%)	২৬ (১১.১১%)	২৩ (৯.৮২%)	৩৬ (১৫.৩৮%)	১৩ (৫.৫৫%)	২৬ (১১.১১%)	২০৬ (৮৮.০৩%)	২৩৪ (৭৮%)
	জাতীয় পার্টি	১৪ (৪১.১৭%)	১ (২.৯৪%)	৪ (১১.৭৬%)	০ (০%)	৫ (১৪.৭০%)	১ (২.৯৪%)	৩ (৮.৮২%)	২৮ (৮২.৩৫%)	৩৪ (১১.৩৩%)
	ওয়ার্কার্স পার্টি	৪ (৮০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (৮৩.৩৩%)	৬ (২%)
	জাসদ	২ (৫০%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	৪ (৮০%)	৫ (১.৬৬%)
	জাতীয় পার্টি-জেপি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	২ (০.৬৬%)
	তরিকত ফেডারেশন	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (১০০%)	২ (০.৬৬%)
	বিএনএফ	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (০.৩৩%)
	স্বতন্ত্র	৮ (৫০%)	০ (০%)	১ (৬.২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৬.২৫%)	২ (১২.৫%)	১২ (৭৫%)	১৬ (৫.৩৩%)
	মোট	**১০৭ (৩৫.৬৬%)**	**৬ (২%)**	**৩১ (১০.৩৩%**	**২৪ (৮%)**	**৪৩ (১৪.১৩%)**	**১৬ (৫.৩৩%)**	**৩১ (১০.৩৩%**	**২৫৮ (৮৬%)**	**৩০০ (১০০%)**

- ৩০০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৫৮ জন (৮৬%) করদাতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৩৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এই সংখ্যা ২০৬ (৮৮.০৩%), জাতীয় পার্টির ৩৪ জনের মধ্যে ২৮ (৮২.৩৫%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৬ জনের মধ্যে ৫ (৮৩.৩৩%), জাসদের ৫ জনের মধ্যে ৪ জন (৮০%), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ২ জনের মধ্যে ২ জন (১০০%) এবং স্বতন্ত্র ১৬ জনের মধ্যে ১২ জন (৭৫%)।
- ২৫৮ জন করদাতার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৯.৮৪% (২০৬ জন), জাতীয় পার্টির ১০.৮৫% (২৮ জন), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ১.৯৩% (৫ জন), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ১.৫৫% (৪ জন), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ০.৭৭% (২ জন), জাতীয় পার্টি-জেপি'র ০.৩৯% (১ জন) এবং স্বতন্ত্র ৪.৬৫% (১২ জন)। উল্লেখ্য, আন্যান্য দলের তুলনায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের সংখ্যা অনেক বেশি।
- ৩০০ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কর প্রদান করেন ৩১ জন (১০.৩৩%), ২৫৮ জন আয়কর দাতাদের মধ্যে এই হার ১২.০১%। এই ৩১ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬ জন (৮৩.৮৭%), জাতীয় পার্টির ৩ জন (৯.৬৭%) এবং স্বতন্ত্র ২ জন (৬.৪৫%) ।

- মোট ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারী ২৭১ জন (৫০.১৮%) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৫৮ জন (৪৭.৭৭%), আয়কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার এই হার ৯৫.২০%। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৯৯ জনকে বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৭ জনের মধ্যে ১৫৯ জন (৪১.০৮%)।
- কোনো কোনো প্রার্থী আয়করের আওতাভুক্ত হলেও আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বা তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যাচাই করে দেখা উচিত।
- সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৬ জনের আয়কর প্রত্যয়নপত্র পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পাওয়া না যাওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হলো না। যাদের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৪ জন এবং জাতীয় পার্টির ২ জন।

দীর্ঘদিন থেকেই 'সুজন' নির্বাচনকেন্দ্রিক বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি একতরফা ও প্রতিযোগিতাহীন হওয়ায় আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করিনি। তবে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সংলাপ, সমঝোতা ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচনের পূর্বে আমরা সোচ্চার থেকেছি। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও আমরা এখনও মনে করি না যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটেছে বা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তাই আমরা বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধান চাই। পাশাপাশি জাতিগতভাবে প্রতি ৫ বছর পর পর আমরা একই ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে চাই না।

সুজন মনে করে নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে একটি ''জাতীয় সনদ'' প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। যে সনদে নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতিসহ নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণ করা থাকবে। সকল রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও জাতীয় সনদ প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে, যাতে নির্বাচন পরবর্তীকালে তাঁরা সনদ অনুযায়ী করণীয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

জাতীয় সনদ প্রণয়নকালে নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণের পাশাপাশি আরও কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জাতিগত অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়সমূহ হচ্ছে:

- স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনাকে ধারণ করে রাজনীতি করা।
- নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
- জনপ্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ বন্ধ করা।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, কার্যকর ও স্বশাসিত করা।
- যে দলই ক্ষমতায় আসুক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রাখা।
- ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদ রক্ষাসহ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রসঙ্গক্রমে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও আমরা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকা পালন করেছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গ, নির্বাচনী সহিংসতা, প্রাণহানী, জালভোট, কেন্দ্র দখল, জোর করে ব্যালট পেপারে সীল দেয়া, সীল দিয়ে আগে থেকেই ব্যালট বাক্স ভরিয়ে রাখা, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, এমনকি ফলাফল পাল্টে দেয়ার অভিযোগও উঠেছে। এত কিছুর পরেও নির্বাচন কমিশন থেকে দায়সারা বক্তব্য অথবা সাফাই গাওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় গণমাধ্যমের কাছে বলেছেন, 'নির্বাচনে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, আমি থাকলেও তা হতো'। পাশাপাশি তিনি অনিয়ম ও সহিংসতাকে 'স্রেফ বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে অভিহিত করে 'শেষের তিন দফা নির্বাচনে সহিংসতার দায়ভার কমিশন নেবে না' বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। আর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় তো ইতোপূর্বে রাজনীতিবিদের মত বক্তব্য রাখছিলেন। এখন আবার নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চাচ্ছে কমিশন, যা আগে থেকেই তাঁদের রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের মত একটি প্রতিষ্ঠানে থেকে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা এবং পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন, তা এই কমিশনের নেই। তাই ভবিষ্যতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কোন বিকল্প নেই।

আর একটি বিষয়। সংবিধান বিশেষজ্ঞ জনাব মাহমুদুল ইসলামের মতে: æArt. 147(3) Mandates that no parson appointed to or acting in any office to which article applies shall hold any office post or position of profit or emolument or take part whatsoever in the management or conduct of any company, association or body having profit or gain as its object. Art. 147 is applicable in respect of the office of the President, Prime Minister, Cheif Adviser, Speaker or Deputy Speaker, Minister, Adviser, Minister of state, Deputy Minister ....." (Constitutional Law of Bangladesh, 3rd ed. p-1127). আমাদের মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য এ ধরনের কাজে লিপ্ত থাকলে, তা হবে সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

পরিশেষে, আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে দশম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে সরকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ও বর্জনকারী সকল রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সংগঠনসহ সচতন নাগরিকদের প্রতি বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে আগামী দিনে রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী

সমাধানের লক্ষ্যে ''জাতীয় সনদ'' প্রণয়ন সাপেক্ষে সকলের অংশগ্রহণে একটি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সোচ্চার থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি। আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে প্রকৃত অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।